দৈনিক সংবাদ

116

তারিখ FEB 26 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সহস্র পত্রিকার সংরক্ষণশালা এ পাঠাগারটিকে কেউ সাহায্য করবেন কি?

শরিয়তপুর শহরের শান্ত ও মনোরম পরিবেশে একজন প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকের প্রচেষ্টায় ১৯৮১ সালে গড়ে উঠেছিল এ পাঠাগারটি। সামান্য বেতনের একজন শিক্ষক তার নিজের জায়গা দান করে তাতে নিজ ব্যয়ে ঘর তুলে নির্মাণ করেছেন একটি পাঠকক্ষ। নিজের আয় থেকে, বাজার করার পয়সা বাঁচিয়ে, স্ত্রীর গঞ্জনা সহ্য করে তৈরি করেছেন ৮টি আলমারি ও পাঠকদের জন্য চেয়ার টেবিল। বই পড়ার অভ্যাস থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সংগ্রহ করেছেন প্রায় ৫০০০ পুস্তক। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শন ছাড়াও রয়েছে প্রযুক্তি ও দেশী-বিদেশী গল্প উপন্যাস। দেশ-বিদেশ ঘুরে এই শিক্ষক, দৈনিক, সপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিনসহ প্রায় দেড় হাজার প্রকার পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করেছেন। ৬৪টি জেলার এমন কোন দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা নেই যা এই পাঠাগারে নেই। বহু দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সংগ্রহশালা "শিক্ষানিকেতন" নামের এই পাঠাগার। এরশাদ সরকার ও বিএনপি সরকারের আমলে প্রতিবছর কিছু বই ও সামান্য অনুদান পাওয়া যেত পাঠাগারটি পরিচালনার জন্য। বর্তমান সরকারের আমলে গত দুই বছরে কিছুই পাওয়া যায়নি। পাঠাগারটি পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান। তাকেও কিছু দেয়া হচ্ছে না তার পারিশ্রমিক স্বরূপ। তদুপরি অতিরিক্ত পুস্তক ও পত্রপত্রিকা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন আরও ৪টি আলমারি। কিন্তু অর্থের অভাবে কিছুই করা যাচ্ছে না। স্থানীয় প্রশাসনকে জানালেও কেউ এগিয়ে আসেনি পাঠাগারটি উন্নয়নের জন্য। সুতরাং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এ পাঠাগারটিকে কেউ সাহায্য করবেন কি? কিছু অর্থ অথবা একটি আলমারি বা একখানি চেয়ার দিয়ে? তাহলে লিখুন এবং পাঠাগারের আজীবন সদস্যপদ লাভ করুন।

এডভোকেট আলী আহম্মদ খান
সম্পাদক শিক্ষানিকেতন (পাঠাগার),
শরিয়তপুর।